বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছেরর এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার সংক্ষপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্তপ্রকল্পেরসংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০১ টি	০১ টি	-	--	০১ টি	১টি	৪ বছর ৬ মাস (১৫০%)	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
"Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (3rd revised)" শীর্ষক প্রকল্প।	৬০১৯.৬৬ ৬০১৯.৬৬ --	জানুয়ারি,২০১৩ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত।

৩।সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

২য় প্রকল্প সংশোধন :

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) একটি মিরর e-PMIS ডাটা সেন্টার স্থাপন করা এবং এডিপিভুক্ত সকল চলমান প্রকল্পের তথ্য PMIS এঅন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫০০ জন PMIS end users মধ্যে প্রশিক্ষণ, e-PMIS সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ চালু, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ/উপ-অঙ্গের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় ও বরাদ্দহ্রাস/বৃদ্ধি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পটি ২য় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৬৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৩ থেকে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয়পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪/০২/২০১৮ অনুমোদিত হয়।

৩য় প্রকল্প সংশোধন :

প্রকল্পের আওতায় এডিপিভুক্ত সমস্ত প্রকল্পকে e-PMIS এর আওতায় আনয়ন, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন পলিসি'র খসড়া চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন গ্রহণ এবং সেক্টর সংশ্লিষ্ট ৬টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল/গাইড লাইন এর উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ডিপিপি'র ৩য় সংশোধন করা হয়। ৩য় সংশোধিত ডিপিপিটি ৬৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে একনেক সভাকর্তৃক গত ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) প্রকল্পটির অনুমোদিত মূল মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি	১) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত PMIS Software-কে আরো গতিশীল, কার্যকর এবং আপগ্রেডেশন করার জন্য এ বিভাগ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৩য় বার সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদকাল জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ৪ বছর ০৫ মাস অর্থাৎ ১৫১% টাইমওভার রান হয়েছে। তবে কস্টওভার রান হয়নি। ২) প্রকল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এ অংঙ্গে বরাদ্দ রয়েছে ২৯৮৩.০২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৫৪২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অধীনে "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৬ জন ইউকে-তে বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। উক্ত ০৬ জনের মধ্যে ০১ জন বর্তমানে এ বিভাগে কর্মরত আছেন। ৩০ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে কানাডায় বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে বেশীরভাগ কর্মকর্তাই আইএমইডি থেকে অন্যত্র বদলী হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়েছে এগুলো ছিল বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ।প্রশিক্ষণশেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা এ বিভাগ হতে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদেরপ্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান এ বিভাগে প্রতিফলিত হয়নি। ৩) প্রকল্পটির আওতায় আইএমই বিভাগকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য একটিPMIS ডাইনামিক ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট অব এপ্লিকেশন সফটওয়ারতৈরী করা হলেও তা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি এমনকি প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পিএমআইএস-এ আপলোড করার সুবিধা থাকলেও এ প্রকল্পের পিসিআরটি ম্যানুয়েলী পাওয়া গেছে। প্রথম দিকে প্রকল্প পরিচালকগণ এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করলেও বর্তমানে কোন প্রকল্প পরিচালক পিএমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করছেনা। প্রকল্প পরিচালক,বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও PMISকতৃপক্ষের মধ্যে Integration এর অভাব থাকায় এটি Sustain করতে পারেনি। কেন না প্রকল্প পরিচালককে PMIS ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আইডি পাস ওয়ার্ড দেয়া হলে ও প্রকল্প পরিচালক অন্যত্র বদলী হলে এই আইডি পাসওয়ার্ড অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারতেন না।এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৩১.৩০ লক্ষ টাকা। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে PMISকার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি।। ৪) প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি মনিটরিং গাইড লাইন ও ১টি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন পলিসিপ্রণয়নের জন্য ডিপিপিতে সংস্থান ছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক সেক্টরভিত্তিক ৬টি মনিটরিং গাইড লাইনপ্রণয়নপূর্বক এগুলো আইএমইডির	কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন DIMAPP প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যেতে পারে ; ২) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল যেগুলো বর্তমানে অচল অবস্থায় আইএমই বিভাগের স্টোরের সম্মুখে স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে তা সড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রয়োজন বোধে এ ব্যাপারে আইএমইডি কর্তৃপক্ষ নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ৩টি প্রিন্টার কোথায়, কার নিকট আছে তা উদ্ধারের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ; ৩) সচল ল্যাপটপ ও ডিজিটাল ক্যামেরাসমূহ যা আইএমইডি'র স্টোরে সংগৃহীত অবস্থায় রয়েছে, তা আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের মধ্যে চাহিদা মোতাবেক বিতরণ করা যেতে পারে। নতুবা এগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে পুনরায় অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ; ৪) প্রকল্পের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; ৫) ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থাকলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রতিফলন করার জন্য অন্তত: ৩ (তিন) বছর এ বিভাগে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ; ৬) আইএমইডি'র ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য এ বিভাগে নিজস্ব একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদায়ন করা উচিত ; এবং ৭) আইএমইডি'র Capacity Build up তথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Exit Plan সহ এ ধরণের একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ৮) উল্লিখিত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
ওয়েবসাইটে আপলোড করা হলেও বর্তমানে এগুলো খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে।মনিটরিং গাইড লাইনগুলোর মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয় মর্মে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনান্তে জানা যায়। এছাড়া,মনিটরিং গাইড লাইনগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত ২টি মনিটরিং গাইড লাইন বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে।অধিকন্তু ১টি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন পলিসি প্রণয়নের কথা থাকলেও এর শুধু ড্রাফট রিপোর্টপ্রণয়নকরা হয়েছে। ফলে এ খাতে ব্যয়িত ২৪৯.৫০ লক্ষ টাকার আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। ৫) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৯০টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের মধ্যে ১০টি অচল ও ০৭টি কম্পিউটার বিতরণের কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬০টি ল্যাপটপ-এর মধ্যে ১৩টি ল্যাপটপ অকেজো, যা ব্যবহার উপযোগী নয়। ২টি ল্যাপটপ কোথায় আছে তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬০টি প্রিন্টারের মধ্যে ০৮টি অচল, ০৩টি বিতরণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ক্রয়কৃত ০৮টি ফটোকপিয়ার অকেজো অবস্থায় এ বিভাগের স্টোরের সামনে স্তুপীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং এগুলোতে ধূলাবলি জমে অফিস পরিবেশের সৌন্দর্য্যহানি ঘটছে। ০৮টি এলইডি টিভিভিডিও কনফারেন্স এর জন্য সরবরাহ করা হলেও এগুলোর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করা যাচ্ছে না । বর্তমানে এগুলো বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে । ৬) আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের জন্য প্রকল্প মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় মোট ০৬টি PAJERO SPORTSব্রান্ডের জিপ ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ক্রয়কৃত গাড়ীগুলোর মাধ্যমে মোট ৪২০০ টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে- মর্মে জানা যায়। প্রকল্পটির Exit Planনা থাকায় গাড়ীগুলো আইএমইডি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ধরে রাখতে পারেনি । নিয়ম অনুযায়ী সরকারী পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়েছে । এতে প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য "প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা সৃষ্টি" তা অর্জিত হয়নি। ৭) প্রকল্পটির ডিপিপিতে টেস্টিং ফি খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা,১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৬.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এ কাজে চাহিদা না চাওয়ায়টেস্টিং ফি খাতে বরাদ্দ কমাতে হয়েছে । পরিদর্শনের সময় নির্মাণ সামগ্রি প্রকল্প এলাকা হতে আইএমইডিতে আনা অত:পর নিজ দায়িত্বে উহা	

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
বুয়েট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক রিপোর্ট সংগ্রহ করা ঝামেলা মনে করে এ কাজে কর্মকর্তাগণের মধ্যে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি মর্মে জানা যায় । অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । ৮) সমাপ্ত প্রকল্পটির বিভিন্ন অর্থবছরে ২১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি । ৯) প্রকল্পটির ডিপিপিতে কোন Exit Plan ছিল না যা, প্রকল্পটির অন্যতম দুর্বল দিক । ১০) প্রকল্পটির মাধ্যমে আইএমই বিভাগের দাপ্তরিক কাজ-কর্মের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি পেলেও আইএমইডি'র Capacity Build upতথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সক্ষমতা বাস্তবে পুরোপুরি বৃদ্ধি পায়নি ।	

Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (3rd revised) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

০১. **প্রকল্পের নাম** : "Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (3rd revised)" শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

০৩. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (৩য় সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (৩য় সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭০৯১.২২৩ ৭০৯১.২২৩ --	৬৮৮৫.০০ ৬৮৮৫.০০ --	৬০১৯.৬৬ ৬০১৯.৬৬ --	জানুয়ারি,২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জানুয়ারি,২০১৩ হতে জুন, ২০২০	জানুয়ারি,২০১৩ হতে জুন,২০১৮	জানুয়ারি,২০১৩ হতে জুন,২০২০	-	৪ বছর ৬ মাস (১৫০%)

০৫. প্রকল্প এলাকা :বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

০৬. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য**:

- সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য e-PMIS তৈরীকরণ;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি'র নিজস্ব পরিবহন সুবিধা সৃষ্টি;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

০৭. **প্রকল্পের পটভূমি**:

৭.১ উন্নয়ন প্রকল্পের গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বাত্মক ব্যবহারের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি) বাস্তবায়নের সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য e-PMIS তৈরীকরণ,বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার উন্নয়ন,বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন, প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব পরিবহণ সুবিধা সৃষ্টি, পরিবীক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য সংগ্রহে বিবিধ সহায়ক উপকরণ ক্রয়,প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করা, আইএমইডিতে অনলাইন পিএমআইএস স্থাপন, ডাইনামিক ওয়েবসাইট চালুকরার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

০৮. **প্রকল্পের অনুমোদন :**

৮.১ মূল প্রকল্পটি মোট ৭০৯১.২২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৩ থেকে ডিসেম্বর,২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বর্ধিতকরণ,অর্থনৈতিক কোড পরিবর্তন, বিশেষজ্ঞ সেবার পরিমাণ হ্রাস, উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ইত্যাদি কারণে প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়, যা ১২/১১/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অত:পর প্রকল্পের আওতায় PMIS Software ইন্সটলেশন ও অপারেশন, Monitoring & Evaluation (M&E) ম্যানুয়াল তৈরি, ডিজিটাইজড (Digitalized) অন-লাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিষয়ে প্রশিক্ষণ কাজসমূহ অসমাপ্ত থাকায় তা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.২ **২য় প্রকল্প সংশোধন** : প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) একটি মিরর e-PMIS ডাটা সেন্টার স্থাপন করা এবং এডিপিভুক্ত সকল চলমান প্রকল্পের তথ্য PMIS এঅন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫০০জন PMIS end users মধ্যেপ্রশিক্ষণ, e-PMIS সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণ চালু, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ/উপ-অঙ্গের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় ও বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পটি ২য় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৬৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৩ থেকে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪/০২/২০১৮ অনুমোদিত হয়।

৮.৩ **৩য় প্রকল্প সংশোধন** :

প্রকল্পের আওতায় এডিপিভুক্ত সমস্ত প্রকল্পকে e-PMIS এরআওতায় আনয়ন, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন পলিসি'র খসড়া চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন গ্রহণ এবং সেক্টর সংশ্লিষ্ট ৬টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল/গাইড লাইন এর উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ডিপিপি'র ৩য় সংশোধন করা হয়। ৩য় সংশোধিত ডিপিপিটি ৬৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে একনেক সভা কর্তৃক গত ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০৯. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম** :

- ৬টি মনিটরিং জিপ ক্রয়;
- PMISতৈরীকরণ;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, আসবাবপত্র এবং অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিক্রয়;
- এ বিভাগের নিজস্ব ডাটা সেন্টার নির্মাণইত্যাদি।

১০. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (পিসিআর-এর ভিত্তিতে) :**

লক্ষটাকা)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব সংখ্যা/পরিমাণ) (	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	
(ক)	**রাজস্বখাত :**						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৬৯.৪৮	৯	৬৯.৪৮	৯ (১০০%)	

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব সংখ্যা/পরিমাণ) (	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৯৭.১৩	১২	৯৭.১৩	১২ (১০০%)	
৩.	বেসিক পে অফিসার	জন	১১.০০	১	১০.১৭	১ (১০০%)	
৪.	অতিরিক্ত ভাতাদি	থোক	৪৮.১৩	--	৪৪.৪৭	১০০%	
৫.	শিক্ষা ভাতা	থোক	০.০৬	--	০.০৬	১০০%	
৬.	বাড়ী ভাড়া	থোক	৬.৬০	--	৫.০৯	১০০%	
৭.	চিকিৎসা ভাতা	থোক	০.৭২	--	.৩৬	১০০%	
৮.	উৎসব ভাতা	থোক	২৫.৪৪	--	২২.৪৮	১০০%	
৯.	ওভারটাইম ভাতা	থোক	২৫.০০	--	১৬.৭৬	১০০%	
১০.	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	থোক	০.৬৫	--	০.৬১	১০০%	
১১.	সম্মানি	থোক	৪৫.০০	--	৩৬.২৩	১০০%	
১২.	নববর্ষ ভাতা	থোক	২.০০	--	০.৭৬	১০০%	
১৩.	অন্যান্য ভাতাদি এবং কমপেনসেশন	থোক	৩০.০০	--	১৬.৯৭	১০০%	
১৪.	এন্টারটেইমেন্ট এক্সপ্রেস	থোক	৭.৬৫	--	৫.০০	১০০%	
১৫.	হায়ারিং চার্জ	সংখ্যা	১৬৫.০০	২	১৫৭.৪৩	২ ১০০%	
১৬.	শ্রমিক মজুরি	থোক	৪৯.০০	--	৪৩.০৩	১০০%	
১৭.	সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ	থোক	১২৯.০০	--	৫৪.৩০	১০০%	
১৮.	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট/মডেম	থোক	৩৬.৫০	--	২৯.৫৩	১০০%	
১৯.	টেলিফোন	থোক	০.২৭	--	০.২০	১০০%	
২০.	প্রচার বিজ্ঞাপন	থোক	২৬.০০	--	২৪.০১	১০০%	
২১.	পাবলিকেশনস, বুকস, জার্নাল	থোক	৫.০০	--	২.৩৮	১০০%	
২২.	আউটসোর্সিং	জন	৫২.৫৬	৮	৩৩.৮৮	৮ (১০০%)	
২.	রেজিস্ট্রেশন ফি	সংখ্যা	৫.০৭	৬	৩.১৫	৬ (১০০%)	
২৪.	টেস্টিং ফি	থোক	৬.৮৩	--	৬.৮৩	১০০%	
২৫.	ফ্রেইট এন্ড ট্রান্সপোর্ট চার্জ	থোক	৬.০০	--	৩.৭১	১০০%	
২৬.	ইনস্যুরেন্স	সংখ্যা	৫০.২১	৬	৪৪.৫৩	৬ (১০০%)	
২৭.	প্রশিক্ষণ : স্থানীয়, বৈদেশিক, স্টাডি ট্যুর, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	থোক	২৯৮৩.০২	--	২৫৪২.৯০	৯৮%	
২৮.	পেট্রোল, তেল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	১২২.০০	--	১০২.৮১	১০০%	
২৯.	বৃক্ষ রোপণ	থোক	১২.০০	-	৯.৭৯	১০০%	
৩০.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	থোক	১০৫.০০	--	৯৬.৭৭	১০০%	
৩১.	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	থোক	৩৫.০০	--	২৩.৩০	১০০%	
৩২.	স্ট্যাম্প, সিল এন্ড স্টেশনারি	থোক	৫৫.০৫	--	৪৯.৭৮	১০০%	
৩৩.	কনসালটেন্সি/কনসালটেন্ট	সংখ্যা	২৫৬.৫০	৩	২৫৬.২১	৩ (১০০%)	
৩৪.	সার্ভে	থোক	২৫০.০০	--	২৪৯.৫০	১০০%	
৩৫.	বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন	থোক	১০.০২	--	১০.০২	১০০%	
৩৬.	মোটর ভেহিক্যালস মেরামত	থোক	৫৫.০০	৬	৪৭.৪৩	৬ (১০০%)	
৩৭.	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	২.০০	--	০.৫৩	১০০%	

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব সংখ্যা/পরিমাণ) (	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	
৩৮.	কম্পিউটার মেরামত	থোক	৩৫.১৪	--	১৯.০৪	১০০%	
৩৯.	পিএমআইএস এর যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	১১০.০০	--	০.০০	০%	
৪০.	অনাবাসিক বিল্ডিং এবং অন্যান্য মেরামত	থোক	৪০.০০	--	৩৪.৩১	১০০%	
৪১.	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	থোক	৫.৩৬	--	৫.৩৬	১০০%	
৪২.	বিবিধ/অন্যান্য খরচ	থোক	২১.৫০	--	২১.৫০	১০০%	
৪৩.	অন্যান্য মেরামত	থোক	০.৪৮	--	০.৪৮	১০০%	
	মোট (রাজস্ব) :	--	**৪৯৯৮.৩৭**	**--**	**৪১৯৮.২৮**		
(খ)	**মূলধন ব্যয় :**			**--**			
৪৪.	মোটর ভেহিক্যালস/মনিটরিং যানবাহন	সংখ্যা	৪৫৫.১৩	৬	৪৫৫.১৩	৬ (১০০%)	
৪৫.	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ/কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	৫৬৪.২০	--	৫২৩.৪৯	১০০%	
৪৬.	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.৩০	--	৪১.১৯	১০০%	
৪৭.	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	থোক	৮০.০০	--	৭০.২৭	১০০%	
৪৮.	কম্পিউটার সফটওয়্যার পিএমআইএস,ডাইনামিক ওয়েব পেইজ উন্নয়ন এবং অন্যান্য এপ্লিকেশন সফটওয়্যার	থোক	৭৩৭.০০	--	৭৩১.৩০	১০০%	
	মোট(মূলধন):		**১৮৮৬৬৩.**	**--**	**১৮২১৩৮.**	৯৮%	
	সর্বমোট(ক+খ):		**৬৮৮৫০০.**	**--**	**৬০১৯ ৬৬.**	**৯৮%**	

১১. **প্রকল্পের কাজঅসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরি প্রদান করা সম্ভব হয়নি । যার ফলে এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে।

১২. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- ✧ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✧ পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✧ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প দপ্তরসহ আইএমইডি'র বিভিন্ন সেক্টর পরিদর্শন;
- ✧ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩. **পর্যবেক্ষণ : (প্রধান প্রধান অঙ্গের)**

১৩.১ গত ২১/১০/২০২১-২৪/১০/২০২১তারিখে এ বিভাগের সেক্টর-৮ এর উপ-পরিচালক-১ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পটির বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের সাবেক ০৫টি সেক্টরের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইএমইডি'র সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইএমই বিভাগের স্টোর ইন চার্জ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন।

১৩.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মোট ২১ জন জনবলের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ০৮ জন সরাসরি নিয়োগ, ০৮ জন আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ, ০১ জন ডেপুটেশন, ০১ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ০৩ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক। জনবলের বেতন ভাতা বাবদ ব্যয় ধরা ছিল ১৬৬.৬১ লক্ষ টাকা। এ খাতের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১৩.৩ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি গাড়ী ভাড়া বাবদ ১৬৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫৭.৪৩ লক্ষ টাকা। প্রাথমিকভাবে গাড়ী ২টির চুক্তির মেয়াদছিল ০১ বছর (০৯/১১/২০১৪ হতে ০৮/১১/২০১৫ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে চুক্তির মেয়াদ কয়েকটি ধাপে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। গাড়ী ২টি শুধু প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে যাওয়া-আসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের ০৩ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক এ

বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন এবং তারাঅতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। ০৩ জন কর্মকর্তা আইএইডি'র নিজস্ব গাড়ী ব্যবহার করতে পারতেন। তবে অনেক সময় প্রকল্প কাজে ব্যস্ততা থাকায় ০১টি অতিরিক্ত গাড়ীর প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে ০২টি গাড়ীর পরিবর্তে ০১টি গাড়ী ভাড়ার ভিত্তিতে সংস্থান রাখলে সরকারি অর্থের কিছুটা সাশ্রয় হতো।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা বাবদ ১২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৪.৩০ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা প্রকল্প মনিটরিং ছক চূড়ান্তকরণ, ম্যানুয়েল গাইডলাইন, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির অধিকতর উন্নয়ন, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্বোধন কর্মশালা, আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর ফলো-আপ সেমিনার, "Strengthening IMED:Project Approval, Implementation& Post Implementation Phase" ইত্যাদি বিষয়ে ৩২টি সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্ত সেমিনার/কর্মশালায় এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে তাদের মতামত তথা নলেজ Share করেছেন ।

১৩.৫ প্রকল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এ অংঙ্গে বরাদ্দ রয়েছে ২৯৮৩.০২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৫৪২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অধীনে "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৬ জন বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। উক্ত ০৬ জনের মধ্যে ০১ জন বর্তমানে এ বিভাগে কর্মরত আছেন। বাকী ০৫ জন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত আছেন। ৩০ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯৪ জন কর্মকর্তা "Result based Monitoring" "Project Management" "Monitoring & Evaluation Tools of Public Sector"ইত্যাদিবিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশিক্ষণের আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ধাপে নির্মাণধর্মী কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জন কর্মকর্তা "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ফারইস্ট ইউনিভার্সিটি হতে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ৫৪৫ জন কর্মচারী বিভিন্ন ধাপে Database Management/Office Management, Computer Software ওHardware বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪র্থ শ্রেণীর ২০০ জন কর্মচারী বিভিন্ন ধাপে ComputerLiteracy বিষয়েপ্রশিক্ষণ নিয়েছেন। PMIS বিষয়ে ১০০০ জন প্রকল্প পরিচালক-কেপ্রশিক্ষণের সংস্থান থাকলেও ২০টি ব্যাচে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৬টি মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন ম্যানুয়েল বিষয়ে ৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি। সার্বিকভাবে ৯৮% প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

১৩.৬ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/ একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পিএমআইএস তৈরীকরণ। এ কাজে বরাদ্দ ছিল ৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৩১.৩০ লক্ষ টাকা।আইএমই বিভাগকে শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রকল্পটির অধীনে একটি "PMIS, ডাইনামিক ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট অব এপ্লিকেশন সফটওয়ার" তৈরী করা হয়েছে ।বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রকল্প পরিচালকসহ ৫০০ জনকে এ সফটওয়্যারের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ কাজে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি। প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি যেমন-প্রকল্প ব্যয়, মেয়াদকাল,অনুমোদন, প্রকল্প এলাকা, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, পিসিআরসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী পিএমআইএস-এ আপলোড করার সুবিধা থাকলেও এ প্রকল্পের পিসিআরটি ম্যানুয়েলী পাওয়া গেছে। প্রথম দিকে প্রকল্প পরিচালকগণ এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করলেও বর্তমানে কোন প্রকল্প পরিচালক পিএমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করছেনা। এ ক্ষেত্রে Integration এর অভাব থাকায় এটি Sustain করতে পারেনি। কেননা প্রকল্প পরিচালককে PMIS ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও

আইডিপাস ওয়ার্ড দেয়া হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক অন্যত্র বদলী হলে এইআইডি পাসওয়ার্ড অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারতনা। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে PMIS কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় এ বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। Disaster Recovery Center হিসেবে এর অনুরূপ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) একটি মিরর e-PMISডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।

১৩.৭ প্রকল্পের আওতায় মোট ০৬টি PAJERO SPORTSব্রান্ডের জিপ ক্রয়ের বিপরীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ৪৫৫.১৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। সংস্থানকৃত অর্থে ০৬টি গাড়ী প্রগতি লিঃ হতে ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ০৬টি PAJERO SPORTS ব্র্যান্ডের গাড়ী আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিদর্শনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে । ২০১৪ সালে ক্রয়কৃত গাড়ীগুলোর মাধ্যমে মোট ৪২০০টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে- মর্মে জানা যায়। গাড়ীগুলো নিয়ম অনুযায়ীসরকারী পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়েছে। এতে প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য “প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা সৃষ্টি” তা অর্জিত হয়নি ।

১৩.৮ প্রকল্পটির স্থানীয় পরামর্শক সেবা খাতে মোট ০৩ জন পরামর্শকের বিপরীতে মোট ২৫৬.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৫৬.২১ লক্ষ টাকা। পরামর্শকের মধ্যেIT & MIS Specialist০১জন, Training Specialist-০১জন, Monitoring & Evaluation Specialist -১ জনসহ মোট ০৩ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ৩ জন পরামর্শক মোট ১৬৩ জন মাস কাজ করেছেন ।

১৩.৯ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি মনিটরিং গাইড লাইন ও ১টি মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন পলিসি প্রণয়নের জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৪৯.৫০ লক্ষ টাকা । প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায় যে, প্রতিটি মনিটরিং গাইড লাইন প্রণয়নে ৩৩.০০ লক্ষ টাকা করে (৩৩×৬=১৯৮.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০.৯২ লক্ষ টাকা আইএমইডি’র ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩টি নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে ব্যয় হয়েছে। ঐ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে বাজেটের ঘাটতি থাকায় প্রয়োজনীয় অর্থ আলোচ্য প্রকল্পের উক্ত খাত হতে সংকুলান করা হয়। সেক্টর ভিত্তিক ০৬টি মনিটরিং গাইড লাইন যেমন-(a) ConstructionWorks (b) Crops, Fisheries & Livestock (C)Forestry, Irrigation, Shipping & Water Resource (d) Education, Health & Nutrition, Family Welfare & social welfare. (e) Industry, Power & Energy (f) ICT and Related Field প্রণয়নপূর্বক এগুলো আইএমইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। মনিটরিং গাইড লাইনগুলো সম্প্রতি এ বিভাগের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। ১টি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন পলিসি প্রণয়নের কথা থাকলেও এর শুধু ড্রাফট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক মনিটরিং গাইড লাইন প্রণয়ন করা হলেও বর্তমানে এগুলো খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া,মনিটরিং গাইড লাইনগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত ২টি মনিটরিং গাইড লাইন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ব্যয়িত অর্থের কোন কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

১৩.১০ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সংগ্রহ বাবদ ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৫৬৪.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে ৫২৩.৪৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ৯০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬০টি ল্যাপটপ, ৪০টি স্ক্যানার, ৬০টি ইন্টারনেট মডেম, ১০৫টি ইউপিএস, ৬০ টি প্রিন্টার, ০৭ টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১৬ টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ০৮ টি এলইডি টিভি (ভিডিও কনফারেন্স), ০১ টি এলইডি টিভি (টাচ স্কিন) এবং স্ট্যান্ড, ০৪ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আইএমইডিতে ক্যাবলবিহীন নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন, ০১টি মিরর ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহ বিতরণ করা হয়েছে।এলইডি টিভি (টাচ স্কিন) এবং স্ট্যান্ড ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসমূহ বর্তমানে ভিডিও

কনফারেন্সিং কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশসমূহ আইএমইডি'র রেজিষ্ট্রারে অন্তর্ভুক্তি এবং বিতরণের তালিকা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৯০টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের মধ্যে ৬৫টি সচল, ০৮টি নষ্ট তবে মেরামতযোগ্য, ১০টি অচল, ০৭ টির বর্তমান অবস্থানের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬০ টি ল্যাপটপ-এর মধ্যে ৪৫ টি ল্যাপটপ সচল অবস্থায় রয়েছে। ১৩ টি ল্যাপটপ এখন অকেজো যা ব্যবহার উপযোগী নয়। সচল ৪৫ টি ল্যাপটপের মধ্যে ৩২টি ল্যাপটপ এ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ব্যবহার করছেন। ১৩টি ল্যাপটপ সচল অবস্থায় স্টোরে রয়েছে। ২টি ল্যাপটপের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬০ টি প্রিন্টারের মধ্যে ৪৩টি সচল, ০৬টি নষ্ট তবে মেরামতযোগ্য, ০৮টি অচল, ০৩ টির বর্তমান অবস্থানের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ক্রয়কৃত ০৭টি ফটোকপিয়ার অকেজো অবস্থায় স্টোরে রয়েছে। ১৬ টি ডিজিটাল ক্যামেরার মধ্যে ০১টি ক্যামেরা হারিয়ে গেছে। ১২টি ক্যামেরা স্টোরে জমা দেয়া হয়েছে, ০৩টি ক্যামেরা ০৩টি সেক্টরের কর্মকর্তা কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ০৮ টি এলইডি টিভিভিডিও কনফারেন্স এর জন্য সরবরাহ করা হলেও বর্তমানে এগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না । প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায় যে, স্কাইপি'র মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করার কথা ছিল। কিন্তু স্কাইপি এ কাজে ফি ধার্য করায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ডিপিপিতে না থাকায় পরবর্তীতে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়নি ।

১৩.১১ প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে সংস্থানকৃত ৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭০.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে জানা যায়।প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ব্যয়িত অর্থ দ্বারা৩২টি অফিস টেবিল ৩৬টিঅফিস চেয়ার, ৯৮ টিগেষ্ট চেয়ার, ২ সেট সোফা, ৪ ড্রয়ারবিশিষ্ট ৪০ টি ফাইল কেবিনেট, ২৮ টি ফাইল র‍্যাক, ২০টিস্টিল আলমারী, ২২ টি বুক সেলফ, ৩৫ টি কম্পিউটার চেয়ার,৩৫ টি কম্পিউটার টেবিল, ০১ টি ফাইল কেবিনেট উইথ সেফটি লক, ১ টি ফ্রিজ, ১ টি মাইক্রোওভেন, ৮০ টি কনফারেন্স চেয়ার, ০২ টি মিটিং টেবিল, ০৯ টি মিটিং চেয়ার, ১ টি টি ট্রলি, ০১ টি কর্নার র‍্যাক, ৪ টি ওয়াল ফাইল কেবিনেট (ডাবল) ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ আইএমইডি'র সচিব মহোদয়ের দপ্তর, কনফারেন্স রুম এবং বিভিন্ন সেক্টরে বিতরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৩.১২ প্রকল্পের আওতায় অফিস সরঞ্জাম ক্রয় খাতে সংস্থানকৃত ৫০.৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪১.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন ধরণের অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১০টি পেপার শ্রেডার, ০৭ টি ওয়াটার পিউরিফায়ার, ০৭ টি এসি, ১০ টি ফ্যাক্স মেশিন, ০১ টি এইচডি ফটোকপিয়ার এবং আইএমই ভবনের অভ্যন্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া,অন্যান্য ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রি ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জামসমূহ আইএমইডি'র সচিব মহোদয়ের দপ্তর, কনফারেন্স রুম এবং বিভিন্ন সেক্টরে বিতরণ করা হয়েছে। ০৪টি ফ্যাক্স মেশিন ও ০১ টি এইচডি ফটোকপিয়ার মেশিনটি বর্তমানে অচল অবস্থায় রয়েছে। পেপার শ্রেডারসমূহ বিভিন্ন সেক্টরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ০৭ টি ওয়াটার পিউরিফায়ার পুরোদমে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩.১৩ প্রকল্পটির ডিপিপিতে কোন Exit Planনেই যা, প্রকল্পটির অন্যতম দুর্বল দিক। Exit Planনা থাকায় প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কিভাবে ব্যবহৃত হবে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ছিলনা।

১৩.১৪ প্রকল্পটির অডিট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

অডিটের ধরন	অডিটের অর্থবছর ও রিপোর্ট দাখিলের তারিখ	আপত্তির সংখ্যা	অডিট অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির পর্যায়	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
এক্সটার্নাল	২০১২-২০১৬ ১৯/০১/২০২০	০৫টি	৫,১৩,৫৯৩৮৫/=	নিষ্পন্ন		
	২০১৭-২০১৮	০৭টি	৯,৬২,০৬৪২৭/=	অনিষ্পন্ন	**ব্রডশীটে জবাব**	

	২৫/০৯/২০১৯				**প্রদান করা হয়েছে**	
	২০১৮-২০১৯ ০৯/০১/২০২০	০৯টি	১৭২৮৪৯৪৯/=	অনিষ্পন্ন	**ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে**	

উর্পযুক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মোট ২১টি অডিট আপত্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ০৫টি আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ১৬টি আপত্তির ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হলেও আপত্তিগুলির নিষ্পত্তি অদ্যাবধি হয়নি। তবে সম্প্রতি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে জানা যায় ।

১৪. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের আওতায় Service (সেবা) ক্রয়ের ৪৫টি প্যাকেজে Goods (পণ্য) ক্রয়ের ৪৪টি প্যাকেজ রয়েছে। নমুনায়ন হিসেবে Goods (পণ্য) ক্রয়ের ২টি প্যাকেজ এবং Service (সেবা) ক্রয়ের ১টি প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কার্য-এর নাম	ডিপিপি মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
GD-16 Supply & Installation of Wired and Wireless Network for IMED	১১৮.০০	১১৬.৬০	৮/০৩/২০১৪	৭/২/২০১৫	১৪/৬/২০১৫	৩১/১২/২০১৬
GD-32 Supply & Installation of Computer Ecquipments for establishing Mirror Data Center	১৪৫.০০	১৩৩.৯৫	২৬/৯/২০১৮	১৯/১১/২০১৮	১৯/০৩/২০১৯	১২/৬/২০১৯
SR-13 Design & Development of an Online and Interactive web-based Project Management Information System (PMIS) application Software for IMED	৭০০.০০	৬৯৯.৮৩	২০/০৩/২০১৪	১৭/০২/২০১৫	১৭/১০/২০১৬	৩১/১২/২০১৯

১৫. **চুক্তিসমূহ যাচাই:** প্রকল্পের সেবা ও পণ্যক্রয়ের চুক্তি সমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত উপর্যুক্ত প্যাকেজ সমূহের তথ্য পর্যালোচনা (Review) করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ, দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় কতিপয় প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতিতে OTM আবার বিকল্প হিসেবে RFQপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। ডিপিপি'র এ বিষয়টি প্রকল্প অনুমোদন কার্যক্রমেরসাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এটি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল।

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি নং	মূলদপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কি-না	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্পসংখ্যা
আবুল কালাম আজাদ	পরিচালক আইএমইডি	০১/০১/২০১৩ হতে ০১/১১/২০১৩	খন্ডকালীন	না	--
মো: হাবিবুল ইসলাম	পরিচালক আইএমইডি	০২/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২০	খন্ডকালীন	না	--

১৭. **প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :**

- প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব হচ্ছে-এ বিভাগের দাপ্তরিক কাজ-কর্মের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধিকরণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।
- প্রকল্পের আওতায় ০৬টি জিপ গাড়ী ২০১৪ সালে সরবরাহ করা হয়। গাড়ীগুলি সরবরাহের পর আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তা নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিদর্শনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে প্রকল্প মনিটরিং কার্যক্রমে গতিশীলতা তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটাবৃদ্ধি পায়, তবে গাড়িগুলো ফেরত দেওয়ায় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি । গাড়িগুলো আইএমই বিভাগের টি ও এন্ড ই ভুক্ত করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যেতো ।
- প্রকল্পটি চলাকালীন এ বিভাগের ই-ফাইলিং কার্যক্রম হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যেত। বর্তমানে ইন্টারনেট স্পিড কম থাকায় এ কার্যক্রমের গতি কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে।
- সমাপ্ত প্রকল্পটির আওতায় আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যদিও ইতোমধ্যে অনেক কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী হয়েছেন তথাপি তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমেএ বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

১৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ক) সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্যe-PMIS তৈরীকরণ	(ক) প্রকল্পটির অধীনে এ বিভাগে একটি e-PMIS Software তৈরী করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ম্যানুয়েলী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।
(খ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন	(খ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৬টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়নপূর্বক তা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
(গ) প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি'র নিজস্ব পরিবহণ সুবিধা সৃষ্টি	(গ) প্রকল্পটির আওতায় পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য ০৬টি জিপ গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে এবং গাড়ীগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু নিজস্ব পরিবহন সুবিধা সৃষ্টি হয়নি।
(ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে	(ঘ) প্রকল্পটির অধীনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণে আইএমইডি'র কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের তথ্য সরবরাহ করার জন্য e-PMIS তৈরীকরণ। প্রকল্পটির অধীনে একটি"PMIS,ডাইনামিক ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট অব এপ্লিকেশন সফটওয়ার" তৈরী করা হয়েছে। প্রথম দিকে প্রকল্প পরিচালকগণ এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করলেও বর্তমানে কোন প্রকল্প পরিচালক পিএমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করছেনা। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন।পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক ০৬টি মনিটরিং গাইড লাইন প্রণয়ন করা হলেও বর্তমানে এগুলো খুব কম পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলোর মান তেমন কাঙ্ক্ষিতপর্যায়ের নয়। প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আইএমই বিভাগের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী হলেও বর্তমানে তা অব্যাহত নেই। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে আংশিক অর্জিত হয়েছে মর্মে বলা যায়।

২০. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২০.১ প্রকল্পটির অনুমোদিত মূল মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি ৩য় বার সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদকাল জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ৪ বছর ০৫ মাস অর্থাৎ ১৫১% টাইমওভার রান হয়েছে। তবে কস্টওভার রান হয়নি।

২০.২ প্রকল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এ অংঙ্গে বরাদ্দ রয়েছে ২৯৮৩.০২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৫৪২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অধীনে "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৬ জন ইউকে-তে বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। উক্ত ০৬ জনের মধ্যে ০১ জন বর্তমানে এ বিভাগে কর্মরত আছেন। ৩০ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে কানাডায় বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে বেশীরভাগ কর্মকর্তাই আইএমইডি থেকে অন্যত্র বদলী হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়েছে এগুলো ছিল বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণশেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা এ বিভাগ হতে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান এ বিভাগে প্রতিফলিত হয়নি (অনুচ্ছেদ: ১৩.৫)।

২০.৩ প্রকল্পটির আওতায় আইএমই বিভাগকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি PMIS ডাইনামিক ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট অব এপ্লিকেশন সফটওয়ার তৈরী করা হলেও তা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি এমনকি প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পিএমআইএস-এ আপলোড করার সুবিধা থাকলেও এ প্রকল্পের পিসিআরটি ম্যানুয়েলী পাওয়া গেছে। প্রথম দিকে প্রকল্প পরিচালকগণ এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করলেও বর্তমানে কোন প্রকল্প পরিচালক পিএমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করছেনা। প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও PMIS কতৃপক্ষের মধ্যে Integration এর অভাব থাকায় এটি Sustain করতে পারেনি। কেননা প্রকল্প পরিচালককে PMIS ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আইডি পাসওয়ার্ড দেয়া হলেও প্রকল্প পরিচালক অন্যত্র বদলী হলে এই আইডি পাসওয়ার্ড অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারতেন না। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৩১.৩০ লক্ষ টাকা। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে PMIS কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। (অনুচ্ছেদ: ১৩.৬)।

২০.৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি মনিটরিং গাইড লাইন ও ১টি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন পলিসি প্রণয়নের জন্য ডিপিপিতে সংস্থান ছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক সেক্টরভিত্তিক ৬টি মনিটরিং গাইড লাইন প্রণয়নপূর্বক এগুলো

আইএমইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হলেও বর্তমানে এগুলো খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে। মনিটরিং গাইড লাইনগুলোর মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয় মর্মে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনান্তে জানা যায়। এছাড়া,মনিটরিং গাইড লাইনগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত ২টি মনিটরিং গাইড লাইন বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে।অধিকন্তু ১টি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন পলিসি প্রণয়নের কথা থাকলেও এর শুধু ড্রাফট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ব্যয়িত ২৪৯.৫০ লক্ষ টাকার আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি (অনুচ্ছেদ: ১৩.৯)।

২০.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৯০টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের মধ্যে ১০টি অচল রয়েছে। ৬০ টি ল্যাপটপ-এর মধ্যে ১৩ টি ল্যাপটপ অকেজো, যা ব্যবহার উপযোগী নয়। ২ টি ল্যাপটপ এর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬০ টি প্রিন্টারের মধ্যে ০৮ টি অচল। ক্রয়কৃত ০৮টি ফটোকপিয়ার অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

২০.৬ আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের জন্য প্রকল্প মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় মোট ০৬টি PAJERO SPORTS ব্রান্ডের জিপ ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ক্রয়কৃত গাড়ীগুলোর মাধ্যমে মোট ৪২০০ টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে- মর্মে জানা যায়। প্রকল্পটির Exit Planনা থাকায় গাড়ীগুলো আইএমইডি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ধরে রাখতে পারেনি । নিয়ম অনুযায়ী সরকারী পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়েছে । এতে প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য "প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা সৃষ্টি" তা অর্জিত হয়নি (অনুচ্ছেদ: ১৩.৭)।

২০.৭ প্রকল্পটির ডিপিপিতে টেস্টিং ফি খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা, ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৬.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এ কাজে চাহিদা না চাওয়ায় টেস্টিং ফি খাতে বরাদ্দ কমাতে হয়েছে । পরিদর্শনের সময় নির্মাণ সামগ্রি প্রকল্প এলাকা হতে আইএমইডিতে আনা অত:পর নিজ দায়িত্বে উহা বুয়েট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক রিপোর্ট সংগ্রহ করা কর্মকর্তাগণের মধ্যে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি মর্মে জানা যায় যদিও এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

২০.৮ সমাপ্ত প্রকল্পটির বিভিন্ন অর্থবছরে ২১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি (অনুচ্ছেদ: ১৩.১৪)।

২০.৯ প্রকল্পটির ডিপিপিতে কোন Exit Plan ছিল না যা, প্রকল্পটির অন্যতম দুর্বল দিক (অনুচ্ছেদ: ১৩.১৪)।

২০.১০ প্রকল্পটির মাধ্যমে আইএমই বিভাগের দাপ্তরিক কাজ-কর্মের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি পেলেও আইএমইডি'র Capacity Build up তথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সক্ষমতা বাস্তবে পুরোপুরি বৃদ্ধি পায়নি ।

২১. সুপারিশ সমূহ :

২১.১ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত PMIS Software-কে আরো গতিশীল, কার্যকর এবং আপগ্রেডেশন করার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন DIMAPP প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ২০.৩);

২১.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল যেগুলো বর্তমানে অচল অবস্থায় আইএমই বিভাগের স্টোরের সম্মুখে স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে তা সড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রয়োজন বোধে এ ব্যাপারে আইএমইডি কর্তৃপক্ষ নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ৩টি প্রিন্টারকোথায়, কার নিকট আছে তা উদ্ধারের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ: ২০.৫);

২১.৩ সচল ল্যাপটপ ও ডিজিট্যাল ক্যামেরাসমূহ যা আইএমইডি'র স্টোরে সংগৃহীত অবস্থায় রয়েছে, তা আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের মধ্যে চাহিদা মোতাবেক বিতরণ করা যেতে পারে। নতুবা এগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে পুনরায় অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে;

২১.৪ প্রকল্পের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;

২১.৫ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থাকলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রতিফলন করার জন্য অন্তত: ৩ (তিন) বছর এ বিভাগে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ;

২১.৬ আইএমইডি'র ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য এ বিভাগে নিজস্ব একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদায়ন করা উচিত;এবং

২১.৭ আইএমইডি'র Capacity Build up তথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Exit Plan সহ এ ধরণের একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে ।

২১.৮ উল্লিখিত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।